পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

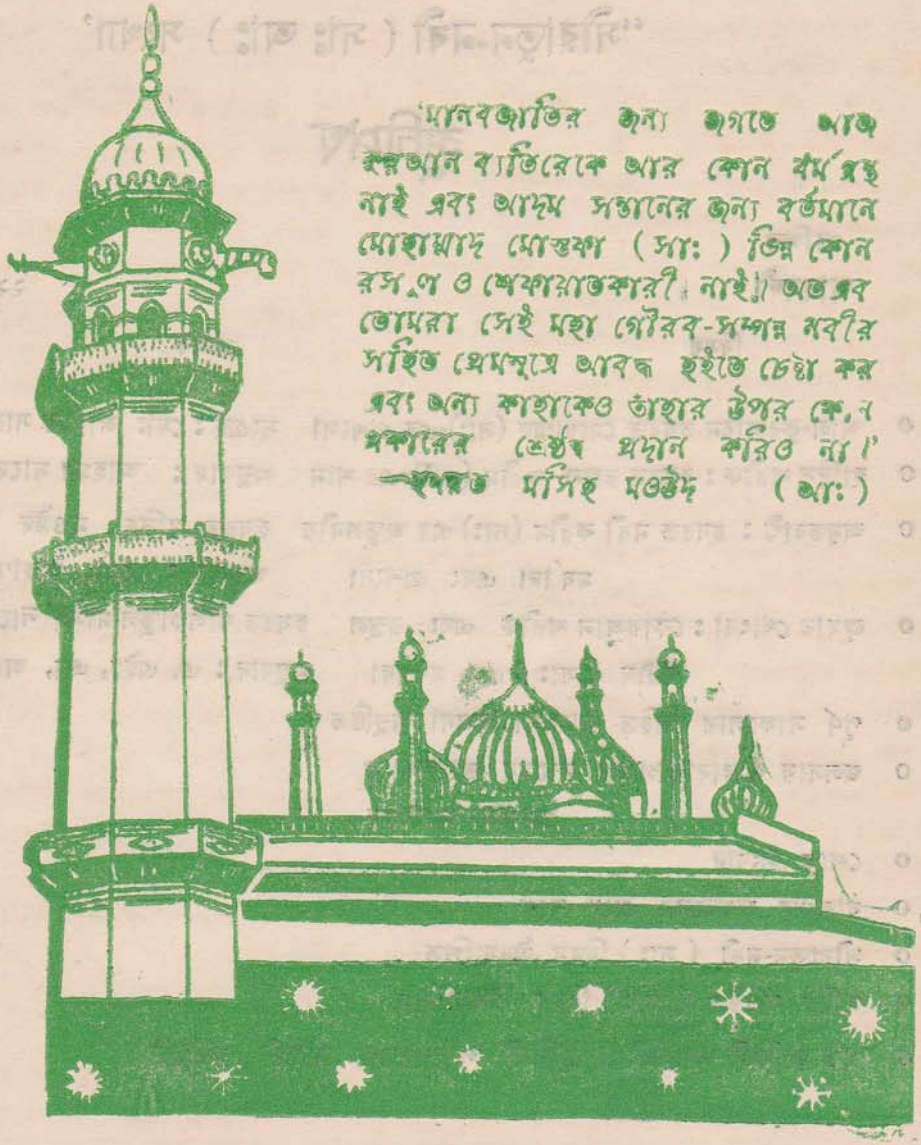

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'

—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনয়ার

নব পর্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ২২শ সংখ্যা

১৬ই চৈত্র, ১৩৮১ বাংলা : ৩১শে মার্চ, ১৯৭৫ ইং : ১৬ই রবিঃ আউঃ ১৩৯৫ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

"সীরাতুন-নবী (সাঃ আঃ) সংখ্যা'

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহমদী

২৮শ বর্ষ
২২ শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
০ আল-কুরআনে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রশংসা	সংগ্রহ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১
০ হাদিস শরীফ : হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর শান	অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ	৩
০ অমৃতবাণী : হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর অতুলনীয় মর্যাদা এবং প্রশংসা	হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ মাহাম্মাদ	৪
০ জুমার খোৎবা : কোরআন শরীফ এবং রসুল করীম (সাঃ)-এর মর্যাদা	হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৬
০ পূর্ণ সাফল্যের সহিত সালানা জলসা অনুষ্ঠিত		১৫
০ জলসায় চাঁদাদাতাগণের নামের তালিকা ও দোয়ার আবেদন		১৭
০ শোক সংবাদ		১৯
০ বাদশাহ্‌ ফয়সলের প্রাণ নাশ		২১
০ সীরাতুন-নবী (সাঃ) দিবস উদযাপিত		২২
০ মসিহ মওউদ (আঃ) দিবস উদযাপিত		২২
০ শত বার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্মসূচী		

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم و على عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ২২শ সংখ্যা :

১৬ই চৈত্র ১৩৮১বাং : ৩১শে মার্চ, ১৯৭৫ইং : ৩১শে আমান ১৩৫৪ হিজরী শামসী :

আল-কুরআনে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)এর প্রসংশা

(১) (হে রসুল !) তোমাকে আমরা সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত রূপেই প্রেরণ করিয়াছি।

(সুরা আম্বিয়া, ১০৮ আয়াত)

(২) এই মহা মহিমান্বিত রসুল (হে সমগ্র মানবকুল !) তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের নিকট (প্রেরিত হইয়া) আসিয়াছেন ; যাহা তোমাদের জন্য পীড়াদায়ক ও ক্ষতিকর, তাহা তাঁহার একেবারেই অসহনীয় এবং তোমাদের প্রত্যেক উপকার ও কল্যানের বিষয়ে তিনি অত্যন্ত আগ্রাহান্বিত ও লালায়ীত। মোমেনদের ব্যাপারে তিনি রউফ ও রহীম— অত্যন্ত করুণাশীল ও দয়াল।

(সুরা তওবা, ১২৮ আয়াত)

(৩) নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রসুলুল্লাহ্‌র মধ্যে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে।

(সুরা আহযাব, ২২ আয়াত)

(৪) (হে রসুল !) তোমাকে আমরা (সকল মানবের) আদর্শ রূপে, (গ্রহণ কারীদের জন্য) সুসংবাদদাতা রূপে এবং (অস্বীকার কারীদের জন্য) সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করিয়াছি, যাহাতে তোমরা আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলের উপর ঈমান আন, তাঁহার রসুলের সহায়ক হও, তাঁহাকে সম্মান ও ভক্তি কর এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা কর, নিশ্চয়ই যাহারা তোমার (হে রসুল !) বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণ করে, তাহারা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌র নিকট বয়াত করে ; আল্লাহ্‌র হাত তাহাদের হস্তের উপরে।

(সুরা ফাতাহ, আয়াত ৯—১১)

(৫) নিশ্চয়ই মোমেনদের উপরে আল্লাহ্‌তায়ালার কত বড় এহ্‌সান যে, তিনি তাহাদের মধ্য হইতেই একজন মহিমান্বিত রসুলকে প্রেরণ

করিয়াছেন, যিনি তাহাদের নিকট আল্লাহর আয়াত পাঠ করেন, তাহাদিগকে সকল প্রকারের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পঙ্কিলতা হইতে পবিত্র করেন এবং তাহাদিগকে আল্লাহর কেতাব ও হেকমত (প্রজ্ঞা) শিক্ষা দান করেন, অথচ তাঁহার আগমনের পূর্বে এই সকল লোক প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে পরিয়াছিল !

(সুরা আলে ইমরান, ১৬৫ আয়াত)

(৬) হে নবী ! তোমাকে আমরা সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী রূপে, আল্লাহর আদেশে তাঁহার দিকে আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল জ্যোতিদানকারী সূর্য রূপে প্রেরণ করিয়াছি। (সুরা আহযাব, ৪৬ : ৪৭ আরাত)

(৭) এই নবী মোমেনদের প্রতি তাহাদের নিজেদের প্রাণের চাইতেও বেশী স্নেহশীল এবং তাঁহার স্ত্রীগণ তাহাদের মাতা (স্বরূপ)—(পক্ষান্তরে তিনি তাহাদের স্নেহময় আধ্যাতিক পিতা স্বরূপ)। (সুরা আহযাব, ৭ আয়াত)

(৮) যদিও মোহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের মধ্যকার প্রাপ্তবয়স্ক কোন পুরুষের (দৈহিক) পিতা নহেন, কিন্তু তিনি আল্লাহর রসুল (হিসাবে অগণিত মোমেনের আধ্যাত্মিক পিতা) এবং (শুধু তাহাই নহে বরং তিনি) নবীগনের মোহর (হিসাবে নবীগনেরও আধ্যাত্মিক পিতা)।

(সুরা আহযাব, ৪১ আয়াত)

(৯) এই রসুল কোন কথাই প্রবৃত্তির তাড়নায় বলেন না। বরং তাহার সকল কথা ও কাজই আল্লাহর ওহী অনুসারে। ---তেমনিভাবে তিনি সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে যোযক ও শাফায়াতকারী স্বরূপ। যেভাবে দুইটি ধনুকের তার মিলিত হইলে পরস্পর একত্রিত হয়, তেমনিভাবে উলুহিয়ত ও ইনসানিয়াতের ধনুক দ্বয়ের উভয় তারের সম্মিলনের সরল রেখা স্বরূপ তিনি—তাহাদের উভয়ের পরস্পর সম্পর্ক ও সংযোগের উপায় স্বরূপ তিনি। (ভাবার্থ)

(সুরা নজম, ৪ : ১০ আয়াত)

(১০) তুমি (হে রসুল !) মানব জাতির মধ্যে ঘোষণা করিয়া দাও যে, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসিয়া থাক, তাহা হইলে আমার অনুসরণ কর, তাহা হইলে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসিবেন—(তোমরাও আল্লাহর মাহবুব হইয়া যাইবে)।

(সুরা আলে ইমরান, ৩০ আয়াত)

সংকলন ও অনুবাদ :

মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

হাদিস শরীফ

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর শান

১। হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেন, আমি মানবীয় চারিত্রিক গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিল।

২। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ)-এর চরিত্র ছিল কুরআন। (মুসলিম)

৩। হযরত রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেনঃ ছয়টি বিষয়ে আমাকে অপরাপর নবীগনের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইয়াছেঃ

(১) সার্বিক তত্বপূর্ণ বাণী সমূহ আমাকে দেওয়া হইয়াছে। (২) প্রতাপ ও প্রভাব শক্তি দ্বারা আমি সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছি। (৩) আমার জন্য গনিমতের মাল হালাল করা হইয়াছে। (৪) সমগ্র পৃথিবী আমার জন্য মসজিদ স্বরূপ ও পবিত্র করা হইয়াছে। (৫) সমগ্র মানব কুলের প্রতি আমি প্রেরিত হইয়াছি। (৬) আমাকে নবীগনের খাতাম (মোহর) করা হইয়াছে। (মুসলিম)

৪। আমি আল্লাহতায়ালার নিকট তখন হইতেই খাতামান নাবীয়ীন ছিলাম, যখন হযরত আদম (আঃ) পানি ও কর্দমে মিশ্রিত অবস্থায় ছিলেন।

(মুসনাদ আহমদ, কনযুল উম্মাল)

৫। হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) সমস্ত মানবের মধ্যে সব চাইতে বেশী দানশীল ছিলেন। যখন রমযান মাসে জিব্রাইল কুরআন শরীফ পুনরাবৃত্তির জন্য তাঁহার নিকট আসিতেন, তখন তিনি পূর্বাপেক্ষাও অধিক দানশীলতার পরিচয় দিতেন, বরং ইহা বলা চলে যে, তিনি কল্যান ও দানশীলতায় মুশলধারা বৃষ্টি ও উহার মধ্যকার প্রবল হাওয়া অপেক্ষাও প্রবলতর ছিলেন। (বোখারী)

অনুবাদ ও সংকলনঃ

মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর অতুলনীয় মর্যাদা এবং প্রশংসা

"আমাদের নবী (সাঃ) সত্যের প্রকাশের জন্য এক মহা সংস্কারক ছিলেন। তিনি লুপ্ত সত্যকে পুনরায় পৃথিবীতে আনায়ণ করেন। আমাদের নবী (সাঃ) এর সহিত কোন নবী এই গৌরবে অংশীদার নহেন যে তিনি দুনিয়াকে এক অন্ধকারে পাইয়াছিলেন এবং তাহার আবির্ভাবে সেই অন্ধকার আলোকে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি যে জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই জাতি সামগ্রিকভাবে যতক্ষন পর্যন্ত না শেরকের কুর্তা খুলিয়া তৌহীদের জামা পরিধান করে, ততক্ষন পর্যন্ত তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন নাই। শুধু ইহাই নহে বরং তাহারা ঈমানের উচ্চ মার্গে পৌছিয়া যায়। তাহাদের দ্বারা সততা, বিশ্বস্ততা এবং একীনের এরূপ কীর্তি স্থাপিত হয়, যাহার নজির পৃথিবীর কোথাও মিলে না। এইরূপ এবং এমন ব্যাপক সফলতা আঁ-হযরত (সাঃ) ব্যতিরেকে আর কোন নবীর ভাগ্যে ঘটে নাই। ইহাই এক বড় প্রমাণ আ-হযরত (সাঃ)-এর নবুওতের, যে তিনি এমন এক যুগে জন্ম-গ্রহণ ও শুভাগমন করেন, যখন যুগ গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়া ছিল এবং স্বাভাবিকভাবে এক মহা সংস্কারককে চাহিতেছিল। অতঃপত তিনি এমন এক সময়ে ইহলোক ত্যাগ করেন, যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ শেরক এবং সত্য পথ গ্রহণ করে। বস্তুতঃ পূর্ণ সংস্কার একমাত্র তাঁহারই দ্বারা সাধিত হয়। তিনি এক অসত্য ও ভ্রান্ত স্বভাব বিশিষ্ট জাতিকে মানবতা শিক্ষা দেন, অন্য কথায় তিনি পশুকে মানুষ, মানুষকে শিক্ষিত মানুষ এবং শিক্ষিত মানুষকে খোদাপ্রাপ্ত মানুষে পরিণত করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার স্বত্বা ফুৎকার করিয়া দিয়াছিলেন এবং সত্য খোদার সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ কায়েম করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা খোদার পথে ছাগ-বৎ হত্যা হইয়াছে, পীপিলিকার ন্যায় পদতলে পিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ঈমানকে তাহারা হস্তচ্যুত করে নাই। বরং প্রত্যেক বিপদে তাহারা কদম আগেই বাড়াইয়া গিয়াছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে আমাদের নবী (সাঃ) আধ্যাত্মিকতা কায়েম করার বিষয়ে দ্বিতীয় আদম ছিলেন। বরং তিনিই প্রকৃত আদম ছিলেন, যাঁহার দ্বারা এবং কল্যাণে মানবগুণাবলী চরম

উৎকর্ষ লাভ করে এবং সকল পুণ্য শক্তি স্ব স্ব কাজে লাগিয়া যায়। মানব প্রকৃতির কোন শাখা পল্লব ও পুষ্পবিহীন রহিল না এবং তাঁহার উপর খতমে নবুওত কেবল যুগ শেষ হওয়ার জন্যই নহে বরং তাঁহার মধ্যে নবুওতের সকল কামাল শেষ হওয়ার জন্যই হইয়াছিল। যেহেতু তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলীর চরম প্রকাশক ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার শরীয়ত জালালী (শক্তি প্রকাশক) এবং জামালী (সৌন্দর্য-প্রকাশক)-উভয়বিধ গুণাবলীর বাহক। এই জন্যই তাঁহার দুই নাম-মোহাম্মদ ও আহমদ (সাঃ) এবং তাঁহার সার্বজনীন নবুওতের কোন অংশে কার্পণ্য নাই বরং প্রথম হইতেই উহা সারা দুনিয়ার জন্য ছিল।"

(সিয়ালকোটের লেকচার)

"আসল সত্য ইহাই যে সকল নবী হইতে তিনিই সেরা, যিনি জগতের মহা গুরু অর্থাৎ যাঁহার হস্তে পৃথিবীর বৃহত্তম গ্লানির সংস্কার সাধিত হইয়াছে, যিনি লুপ্ত ও হারানো তৌহীদকে জগতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যিনি সকল বাতিল ধর্মকে যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা ভ্রান্ত এবং প্রত্যেক ব্যাক্তির সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন, যিনি প্রত্যেক বিপথগামীর কুধারনা দূর করিয়াছেন, যিনি নাজাতের সঠিক ব্যবস্থাপনার প্রকৃত নীতিসমূহের শিক্ষা নুতন করিয়া দান করিয়াছেন এবং ইহা সাব্যস্ত করিয়াছেন যে নাজাতের জন্য কোন নিস্পাপ ব্যাক্তিকে ফাঁসি দিবার প্রয়োজন নাই এবং খোদাকে তাঁহার অনাদি এবং আসন্ত স্থান হইতে খসাইয়া কোন স্ত্রীলোকের গর্ভে প্রবিষ্ট করাইবারও প্রয়োজন নাই। সুতরাং এই প্রমাণ দ্বারা তাঁহার উপকারিতা ও কল্যাণ সর্বাধিক এবং তাঁহার মর্যাদা ও আসন সর্ব উচ্চে। ইতিহাস কহিতেছে, ঐশী গ্রন্থ সাক্ষী এবং যাহার চক্ষু আছে সে দেখিতেছে যে, যে নবী সকল প্রমাণে সকল নবীর উর্ধে স্থান লাভ করেন, তিনি হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)।

বরাহীনে আহমদীয়া—৯৭২ : হাশিয়া—৬)

অনুবাদ—মৌঃ মোহাম্মাদ

আমির, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

ভুল সংশোধন

অমৃতবানীর পূর্ববতী পৃষ্ঠায় (তথা এই সংখ্যার ৪র্থ পৃষ্ঠায়) ২য় কলমের ৪র্থ লাইনে—"লক্ষ লক্ষ মানুষ শেরক এবং '-এর পর নিম্নলিখিত শব্দ গুলি ভুল বশতঃ ছুটিয়া গিয়াছে :

'পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া তৌহীদ এবং

জুমার খোৎবা

হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭৩ইং পুরুষ-জলসা গাহে রবওয়াহ্ মকামে প্রদত্ত]

কোরআন শরীফ এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর মর্যাদা

সুরাহ ফাতেহার পর হুজুর পাঠ করেন :—

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون •
(الحجر ١٠)

("এই স্মারক আমরাই অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমরাই ইহার সংরক্ষন করিব।" (আল-হিজর, ১০ আয়াত)

অতঃপর বলেন :—কুরআন করীম এক কামেল হেদায়েত ও চিরস্থায়ী শরীয়ত রূপে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালামের উপর নাযেল হয়। পূর্ববর্তী এলহামী গ্রন্থসমূহ বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন যুগের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া উহাদের চিরস্থায়ী সংরক্ষনের ওয়াদা ছিল না। কিন্তু কুরআন করীম যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত মানুষেরহেদায়েতের মাধ্যম হওয়া নির্ধারিত ছিল এবং মানুষের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা দূরীভূত করিবার ও তাহার ধর্মীয় জ্ঞানের প্রয়োজন পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে উপকরণ সৃষ্টি করিবার জন্য নির্ধারিত ছিল এবং যেহেতু শয়তানও তাহার সার্বিক শক্তি দ্বারা এই শিক্ষাকে মুছিতে না পারিলেও হস্তক্ষেপ রূপে ইহাতে কোন না কোন প্রকারে কোন না কোন বাধার সৃষ্টি করিত, সেহেতু আল্লাহ্-তায়ালা এই মহান আয়াতে যাহা আমি এখনই তেলাওয়াত করিয়াছি, আমাদিগকে এই সান্তনা দিয়াছেন যে, তিনি কুরআন করীমের শব্দ ও অর্থ বিষয়ক সংরক্ষনের উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন শয়তানী শক্তি বা কোন ষড়যন্ত্র কুরআন করীমের শব্দ বা অর্থের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপে কৃতকার্য হইবে না।

হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় অজুদ বা সত্তা আল্লাহ্-তালার দৃষ্টিতে এই বিশ্বের নির্যাস ছিল। তজ্জন্য বলা হইয়াছিল :

لولاك لما خلقت الافلاك

"হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যদি তোমাকে সৃষ্টি করিবার না হইত, যদি তোমাকে সৃষ্টি করা ঐশী সংকল্পে না থাকিত, তবে এই বিশ্ব সৃষ্টির প্রয়োজনই ছিল না।" এ জন্য তাঁহাকে (সাঃ) এক কামেল শরিয়ত (পূর্ণ বিধান) দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাকে এক সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক মোকাম দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্-তায়ালা তাঁহাকে কিয়ামত

পর্যন্ত মানুষের জন্য পবিত্র আদর্শ করিয়াছেন। বিশ্বের সমগ্র বস্তুকে তাঁহার খাদেম করিয়াছেন। বস্তুতঃ মানবীয় শক্তিসমূহ মানুষকে এ জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে যে, যেন তদ্বারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আগমনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। এই সব শক্তির অন্যতম হইতেছে স্মরণ-শক্তি, যাহা মানুষের মধ্যে রাখা হইয়াছে। এই শক্তি দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্যও আদেশ দেওরা হইয়াছে। অনেকে তদ্বারা উপকার লাভ করেন। তাঁহারা জ্ঞান অর্জন করেন। নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন; অতঃপর তাহা স্মরণ-শক্তি দ্বারাই তাঁহাদের স্মৃতির মধ্যে ধরিয়া রাখেন। সুতরাং পার্থিব ক্ষেত্রেও যেমন স্মরণ-শক্তির প্রভূত উপকারিতা আছে, তেমনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও আছে। কিন্তু স্মরণ-শক্তি সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য এই ছিল যে, খোদা-তায়ালা কুরআন আজীমকে উহার শাব্দিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ—প্রক্ষেপ (interpolation) হইতে রক্ষা করেন। অন্য কথায়, আল্লাহ্-তায়ালা মানুষের স্মরণ-শক্তিকে কুরআন করীমের শাব্দিক সংরক্ষনের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন।

বিগত ১৪ শতাব্দীতে লক্ষ লক্ষ 'হাফেজ' জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা কুরআন করীমকে 'প্রক্ষেপ' হইতে রক্ষা করিয়াছেন। কুরআন করীমের শব্দ পরিবর্তনের সাহস কাহারও হয় নাই। হাফেজগণকে এরূপ স্মরণ-শক্তি প্রদত্ত হইয়াছিল যে, অন্য কোন জাতিতে ইহার দৃষ্টান্ত নাই।

হযরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস্ সালাম বলেন যে, এরূপ অনেক হাফেজ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং এখনও জন্ম গ্রহন করিতেছেন যে, কুরআন করীমের কোন শব্দ তাঁহাদের সম্মুখে রাখিলে, তাঁহারা ঐ শব্দ বা আয়াতের আনুপূর্বিক এবারত বলিয়া দিতে পারেন। অন্য কথায়, সমগ্র কুরআন সব সময় তাঁহাদের চোখের সামনে থাকে এবং স্মৃতিপটে হাজির থাকে।

সুতরাং এই বিরাট বাহিনীর উপস্থিতিতে যাহারা প্রত্যেক শতাব্দীতেই লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় ছিলেন, কোন শত্রু, ইসলামের কোন বিরুদ্ধবাদী এই সাহস করিতে পারে নাই যে, কুরআন করীমের শাব্দিক তহরীফ (শব্দ পরিবর্তন) কে এবং মুসলমানদের মধ্যেও কোন গাফিল বা নির্বোধ এই সাহস করে নাই যে, কুরআন করীমের শাব্দিক পরিবর্তন করে। কোন অবুঝ মানুষ অন্য প্রকার ক্রিয়া-কাণ্ড করিয়াছে, যাহা আমাদের ধর্মীয় কেতাব সমূহে এবং ইসলামী সাহিত্যে সংরক্ষিত আছে।

ইহা আজিকার কথা নয়। শত শত বৎসরের পুরানো কথা। বাদশাহ্দিগকে খোশ করার জন্য কোন কোন ব্যক্তি হাদিস তৈরী করিয়াছে। ঐগুলিকে আমাদের পরিভাষায়

তৈরী বা জাল হাদিস (وضعی حدیث) বলা হয়। কিন্তু কুরআন করীমের নজুল হইতে আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি কুরআন করীমে কোন আয়াত তৈরী করিতে সক্ষম হয় নাই। মানুষের তৈরী এরূপ কোন আয়াত দেখা যায় না। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহান শাণ সত্ত্বেও মানব মস্তিষ্ক তাঁহার (সাঃ) দিকে ভ্রান্ত কিংবদন্তি আরোপ করিবার সাহস তো করিয়াছে, কিন্তু হাফেজগণ-দ্বারা কুরআন করীমের শাব্দিক হেফাজতের কালাম এই যে, মুহাম্মদীয় উম্মতের অন্তর্গত কোন ব্যক্তি বা বাহিরের কেহ কুরআন করীমের দিকে কোন ভ্রান্ত আয়াত আরোপ করিতে সক্ষম হয় নাই। ইসলামের শত্রুরা কখনও কোন সাহস করিয়া থাকিলেও তৎক্ষনাৎ লক্ষ হাফেজ বাহিনী তাহাকে পাকড়াও করিয়াছন। বাস্তবঃ, ইহাই দেখা যায় যে শাব্দিক তহরীফের বা প্রক্ষেপের কোনো কার্যকরী সাহসিকতা সফলতা লাভ করিতে পারে নাই।

সুতরাং এক তো কুরআন করীমের শাব্দিক সংরক্ষণের প্রশ্ন ছিল, যাহা মানুষের স্মরণ-শক্তির দ্বারা সমাধান করা হইয়াছে। আল্লাহ্-তায়ালা লক্ষ লক্ষ হাফেজের দ্বারা কুরআন করীমের শাব্দিক হেফাজত বিধান করিয়াছেন। কিন্তু মানুষকে তো শুধু স্মরণ-শক্তিই দেওয়া হয় নাই। তাহাকে তো আরো শক্তি দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে 'আধ্যাত্মিক শক্তি' অন্যতম। ইহার দ্বারা আরো তিন প্রকারের হেফাজত করা হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে হযরত মসিহ্ মওউদ আলাইহিস্ সালাম বলেন :—

"দ্বিতীয়, এরূপ ইমামগণের দ্বারা ও বোজর্গানের দ্বারা, যাঁহাদিগকে প্রত্যেক শতাব্দীর মধ্যে কুরআন করীম বুঝিবার শক্তি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাঁহারা মোটামুটি কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থানের তফসীর নবী করীমের (সাঃ) হাদিসের সাহায্যে করিয়া খোদার পবিত্র কালাম ও পবিত্র শিক্ষাকে প্রত্যেক জামানায় অর্থের দিক দিয়া হেফাজত করিয়াছেন।"

সুতরাং অর্থগত হস্তক্ষেপের সম্পর্কে বলা যায় যে, কুরআন করীমকে অর্থের দিক হইতে পরিবর্তন হইতে রক্ষার জন্য আল্লাহ্-তালা তাঁহার মুকাররব (নৈকট্য-প্রাপ্ত) ব্যক্তিগণের এক শৃঙ্খল উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় চালাইয়াছেন। এই সব 'মুকাররাবানে-এলাহী' প্রথম শতাব্দী হইতে নিয়া আজ পর্যন্ত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় প্রতি শতাব্দীতে রহিয়াছেন। হযরত মসিহে মওউদ আলাইহেস্ সালাম এক স্থানে বলিয়াছেন যে, মুসলমানগণের জন্য 'ফাইজে-আওয়াজ', অর্থাৎ শেষ (সীমানার যে 'বক্র যুগ') উপস্থিত হইয়াছিল, উহাতেও আল্লাহ্ তালার মহা পবিত্র বান্দাগণের দলসমূহ

তরঙ্গ মালার ন্যায় উত্থিত হইতে ছিল। তবুও তথাকথিত অধিকাংশ মুসলমান ইসলাম হইতে দূরে যাইতেছিল এবং কুরআন করীমকে 'মহ্জুর' তথা পরিত্যক্ত বস্তুরূপে পরিণত করিয়াছিল।

কুরআন করীম সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা বলেন যে, ইহা মহান কুরআন করীম এবং 'গুপ্ত গ্রন্থে' (কেতাবে-মক্নুনে) রক্ষিত আছে। তারপর, এ সম্বন্ধে বলেন :

لا يمسه الا المطهرون

"ইহা পর্যন্ত শুধু পবিত্র ব্যক্তিগণ বা পবিত্র লোকগণের জমাআতই পৌঁছিতে পারে।" বাস্তব ঘটনা ও সত্য এই যে, কুরআন আজীম অসংক্ষ্য সুক্ষ্মতত্ব ও রহস্যে পরিপূর্ণ। জগদ্বাসীর নিকট ঐ গুলি প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে, কুরআন করীম আল্লাহ্র নিকট হইতে অবতীর্ণ। আল্লাহতায়ালা কুরআনের হেদায়েত (সুপথ- প্রদর্শণের) দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের অভিভাবকত্ব ও শিক্ষা দান করিতে চান। বস্তুতঃ, কুরআন করীমের হেদায়ত ও ইহার জ্যোতিঃ পৃথিবীতে প্রসারের জন্য ঐ সকল পবিত্র বান্দাগণের দল আমাদের নিকট তিনটি রূহানী বাহিনী রূপে উপস্থিত হন। একতো ঐ সমুদয় 'আকাবের ও আয়িম্মা'—বোজর্গান ও ইমামগণ,—যাঁহারা কুরআন করীমের তফসীরকে অর্থের দিক হইতে হস্তক্ষেপ হইতে রক্ষা করেন। কিন্তু ইসলামের উপর তৃতীয় আক্রমণ দার্শণিক গণের দিক হইতে হইয়াছিল যাহারা ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কুযুক্তি দিয়া জগদ্বাসীকে বিভ্রান্ত করিতে চাহিয়া ছিল। তাহারা প্রমাণ করিতে চাহে, যে, কুরআনের শিক্ষা এবং মানুষের যুক্তি-বুদ্ধির মধ্যে ('নাউজু-বিল্লাহ্') বিরোধ পাওয়া যায়। অথচ যুক্তি আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্টির অন্তর্গত এবং কুরআন করীম আল্লাহতালার 'কালাম' (বাণী)—কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী 'কামেল কালাম'। এজন্য যুক্তি ও ঐশী বাণীর মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতা থাকিতেই পারে না। কিন্তু লোকেরা এই দুইটিতে বৈষম্য প্রমাণের অপচেষ্টা করিয়াছে এবং ভীষণভাবে করিয়াছে। ইহার সম্বন্ধে হজরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহিস্ সালাম বলেন :—

"তৃতীয়, মুতাকাল্লেমীন', তথা যুক্তিবাদী গণের দ্বারা। তাঁহারা কুরআনের শিক্ষা ও যুক্তির মধ্যে সামঞ্জস্যের প্রমাণ দিয়া খোদার পাক কালামকে অদূরদর্শী দার্শণিকদের তাচ্ছিল্য করার সকল প্রচেষ্টা হইতে রক্ষা করিয়াছেন।"

লোকেরা তাহাদের অদূরদর্শিতা বশতঃ ফলসফা, মানতেক এবং অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, তৎপ্রতি নির্ভর করিয়া কুরআন করীমের শিক্ষার উপর অনেক আপত্তি উত্থাপন করিত।

দৃষ্টান্ত স্থলে, পাদ্রীরা এক সময়ে আপত্তি করিয়াছিল যে, কুরআন করীম বলে, মধুমক্ষিকার উদর হইতে এক প্রকার পানীয় রস নির্গত হয় এবং উহাতে অনেক রোগ নিরাময় হয়। অথচ, মৌমাছি ফুলের রস হইতে মধু তৈরী করে। ইহার ভিতর হইতে তো মধু নির্গত হয় না।

অতঃপর, যখন মৌমাছি ও মধু তৈরী সম্বন্ধে বিস্তারিত গবেষণা করা হইল, তখন দুইটি জিনিষ পাওয়া গেল। এক, মৌমাছি ফুল হইতে যে রস সংগ্রহ করে, মধুর আকারে তাহা থাকে না। উহা তো পানির মত তরল। একবারে তরল বস্তু। আঠাযুক্ত ঘন নয়। মৌমাছিরা ফুলের মধু আহরণ করিয়া উহাতে দুইটা জিনিষ উহাদের চেষ্টার ফলে বৃদ্ধি করে। এক, গাঢ় করা। ফুলের রসে জলীয় ভাগ ৫০% ভাগ অপেক্ষাও অধিক থাকে। এ কারণে রসের এক এক বিন্দুকে শুষ্ক করিবার জন্য মৌমাছিকে কয়েক শত মাইল উড়িতে হয়। উহার জিহ্বাকে ভিতরে বাহিরে নিতে হয় এবং আরো অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। অতঃপর তরল আঠাও ঘন হয়। ইহাই শেষ নয়। তাহাদের গ্রন্থিগুলি হইতে নানা প্রকার ঘন পদার্থ ক্ষরণ দ্বারা, যাহা আল্লাহ্-তালা তাঁহার অপরিসীম হেকমতে মৌমাছির মধ্যে সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন এবং মধুর মধ্যে যে প্রায় অর্ধেক অন্য প্রয়োজনীয় অংশ পাওয়া যায়, উহা তাহারা মধুতে মিশ্রিত করে। অন্য কথায়, মধুতে ৫০%ভাগ মৌমাছির দেহনিসৃত গাঢ় পদার্থ থাকে। আল্লাহ্-তালার কামেল কৌশল তাহা মধুতে মিশ্রিত হয়। অনেক সময় আমাদের এখানে দুধে ৯৫%ভাগ পানি থাকে। ইহা সত্তেও, মানুষ উহাকে দুধই বলে। মধুতে যখন ৫০%অপেক্ষাও অধিক মৌমাছির শ্রম ও প্রাকৃতিক অংশ থাকে, তখন উহাকে মৌমাছির পেট হইতে নির্গত বলায় আপত্তি নিরর্থক।

যাহা হউক, আল্লাহ্-তায়ালা এমন ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তদ্বারা তাঁহার কোন কোন বান্দাকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দিয়াছেন যে, খোদার 'ক্রিয়া' আপত্তিকারী-দিগকে অপরাধী সব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে আমাদিগকে আল্লাহ্-তালা এই তৌফিক দিয়া-ছেন যে, আমরা তাহা নিয়া কৌতুক করি। তাহারা কুরআন করীমকে হীন নজরে দেখা-ইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু আমরা বিশ্ব-বাসীর নিকট প্রমাণ করিয়া দিয়াছি যে, হীন-দৃষ্টিতে কিছু দেখার থাকিলে, তাহা হইতেছে ঐ সব সিদ্ধান্ত যাহা ইউরোপবাসীর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তাহাদের গবেষণা দ্বারা গৃহীত হইতেছে। আজ তাহারা একটা ঔষধ তৈরী করে এবং বড় প্রশংসা করে। ১০ বৎসর পরে বলে যে, ইহা একটা বিষ ছিল। ঔষধে পরিণত করিয়া ভুল করা হইয়াছে। এমনি করিয়া আজ

একটা চিকিৎসার পরামর্শ দেয় এবং ভবিষ্যৎ কয়েক বৎসর পরে বলে, ভ্রান্ত পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল।

এক সময়ে ইউরোপের এলোপ্যাথিক চিকিৎসাবিদগণ বলিতেন যে, মাতৃদুগ্ধ পান ক্ষতিকর। কিন্তু ইসলাম বলিয়াছে:

حمله و فصاله ثلثون شهرا -

(الاحقاف : ١٦)

অর্থাৎ, "এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সন্তানকে মাতৃস্তন দান করিবে।" ইহা মাতার স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল এবং সন্তানের স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যাবশ্যক। ইহা বিস্তৃত ভাবে বলার প্রয়োজন আমার নাই। কিন্তু ইসলামের শত্রুগণ ইসলামের শিক্ষার উপর এই এতেরাজ (অভিযোগ) করিত যে, দুগ্ধ পান করান দ্বারা শিশুর কোন উপকার হয়ই না, বরং উহাতে মায়ের ক্ষতি হয়। মায়ের স্বাস্থ্যহানি হয়। সারা দুনিয়া ব্যাপিয়া প্রচার করা হইয়াছিল যে, মা সন্তানকে স্তন্য দান করিবে না। অষ্টারমিল্ক, গ্লাকসো, প্রভৃতি যে সমস্ত কৌটা বদ্ধ দুধ পাওয়া যায়, খাওয়াইবে। যখন ১৫।২০ বৎসর অতিবাহিত হইল এবং তাহাদের একটি নছল (জেনারেশন) স্বাস্থ্যের দিক দিয়া ধ্বংস হইল, তখন আবার ঘোষণা করিল যে, নির্বুদ্ধিতার একশেষ হইয়াছে। ভ্রান্ত পরামর্শ প্রদত্ত হইয়াছিল। স্তন্যদানে মাতার স্বাস্থ্য ভাল হয়, নষ্ট হয় না।

সুতরাং, কুরআন করীমের শিক্ষা প্রকৃত বুদ্ধি, যুক্তি, ও বিজ্ঞানের বিরোধী নয়। বরং বিজ্ঞান, যুক্তি, বিচার ও বিশ্লেষণ কুরআন করীমের মহান শিক্ষার সপক্ষে গভীর, উচ্চ ও স্পষ্ট প্রমাণ যোগায়। পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান কুরআন করীমের শিক্ষার বিরোধী নয়, বরং অধীন। এজন্য, যখন পৃথিবীবাসী কুরআন করীমের বিরুদ্ধে এই প্রকার যৌক্তিক আপত্তি উত্থাপিত করে, তখন আল্লাহ্‌তা'লা এমন মানুষ সৃষ্টি করেন, যাঁহারা এই সব এতেরাজ খণ্ডন করেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার মহাপবিত্রাত্মাদের —মুতাহ্‌হারগণের এমন এক বাহিনী সৃষ্টি করেন, যাঁহাদিগকে কুরআন বুঝিবার শক্তি দান করেন। তাঁহারা ভ্রান্তিকর যুক্তিভিত্তিক আপত্তির প্রত্যুত্তর দেন এবং কুরআন করীমের শিক্ষার উপর অভিযানকারীদিগকে প্রতিহত করেন এবং তাঁহাদের নিকট কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন।

তারপর, আরো এক প্রকার অর্থগত হস্তক্ষেপ আছে, যাহা অজ্ঞাতসারে স্বয়ং মুসলমান দেশগুলিতে করা হয়। শত্রুদের এতেরাজ অপেক্ষা ইহাদের প্রচণ্ডতাও কম নয়। তাহারা এই দুঃখ-দায়ক ও লজ্জাকর প্রোপাগাণ্ডা করে যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া তো প্রাচীন কালের কথা এবং ইহাও বলে যে, মদ্যপান তো এজন্য নিষিদ্ধ হইয়াছিল যে, আরব ছিল উষ্ণ দেশ। এখন

আমরা সেকালে মানুষ অপেক্ষা ভাল ও সভ্য। মদ আমাদের ক্ষতি করিতে পারে না।

সুতরাং, ইহা এবং এই প্রকার আরো আপত্তি যেমন কুরআন করীমের অর্থগত তহরীফ (হস্তক্ষেপ) ইত্যাদি ইতেরাজ বা আপত্তি খণ্ডনের জন্য আল্লাহতালা তাঁহার 'মুতাহ্হার' তথা মহাপবিত্র বান্দাগণের একটি দল দাড় করান। তাঁহাদিগকে কুরআন বুঝিবার শক্তি দান করেন। তাঁহারা অর্থগত হস্তক্ষেপের সংশোধন করেন।

অর্থগত তহরীফের চতুর্থ প্রকার প্রচেষ্টা এই করা হয় যে, কুরআন কমীমে যে মহান নিদর্শন ও মুজেজাত বর্ণিত হইয়াছে, যাহা মানবশক্তির বহির্ভূত এবং খোদা-তালার শক্তিমান হস্তক্ষেপের প্রমাণ বটে, এগুলিকে অস্বীকার করা হয়। এবং জেদ পূর্বক বলা হয় যে, 'নাউজুবিল্লাহ্' (আমরা আল্লাহ্র আশ্রয় চাই) এসবই ভ্রান্তিমূলক। হযরত মসিহ্ মওউদ আলাইহিস সালাম বলেন: "চতুর্থ, রূহানী এনামপ্রাপকগণের দ্বারা, যাঁহারা খোদার পাক কালামকে প্রতি যুগে মুজেজা ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব অস্বীকারকারীদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন।"

সুতরাং, এই চারি প্রকার বাহিনী আছে। তিনটি বাহিনী 'মুতাহ্হার' বা পবিত্র লোকদের। তাঁহাদিগকে আল্লাহ্-তালা কুরআন করীমের শাব্দিক ও অর্থগত হেফাজতের জন্য এই পেয়ারা উম্মতে প্রত্যেক শতাব্দীতে দাঁড় করিয়া আসিতেছেন। এক বাহিনীকে স্মরণ শক্তির দ্বারা সশস্ত্র করিয়াছেন। তাঁহারা কুরআন করীমকে শাব্দিক হস্তক্ষেপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তারপর প্রত্যেক শতাব্দী-তেই মতাহ্হারীনগণের অন্য এক জমাআত জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের দ্বারা সাময়িক প্রয়োজন ও যুগের চাহিদানুযায়ী কখনও এক প্রকারের, কখনও দ্বিতীয় প্রকারের এবং কখনও তৃতীয় প্রকারের অর্থগত তহ্রীফ হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু এই শেষ যুগে আখেরী জামানাতে যখন ইস্লামের বিরুদ্ধে কুফরের আক্রমণের প্রচণ্ডতা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করিল এবং মতাহ্হারগণের দলের উপর সোপর্দ কুরআন করীমের তিন প্রকার আত্ম-রক্ষা এবং ইস্লামের শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের যে ব্যবস্থা ছিল, উহার প্রয়োজনও একই সম-য়েই সমাগত হইল, অন্য কথায়, তিন প্রকার আক্রমণই একই সময়ে ইস্লামের উপর বিভিন্ন দিক হইতে চলিতে লাগিল, তখন আল্লাহ্-তালা তাঁহার অপার অনুগ্রহে সুসংবাদ সমূহ অনুযায়ী উম্মতে মুহাম্মদীয়ার প্রতি দয়া করিয়া ইমাম মাহ্দী আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালা-মকে দাঁড় করাইলেন এবং তিনি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মতাহ্হারীন, তথা পবিত্রাত্মা ফৌজের সেনাধিনায়ক হইলেন, এবং মুতাহ্হার গণের জামাআত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকারে এই যে তিন প্রকার রূহানী শক্তি

লাভ করিয়া আসিতেছিলেন, তৎ-সমুদয়ই তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। তিনি জিন্দা নিদর্শন সমূহের দ্বারা জিন্দা খোদার প্রমাণ দিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন যে, কুরআন করীমে যে সকল নিদর্শন বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কোন গল্প বা উপকথা নয়। আজ যখন খোদা তাঁহার শক্তিমান হস্ত সঞ্চালন দ্বারা আঁ-হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্যতা প্রমাণের জন্য অঘটনীয় বিষয় সমূহকে ঘটনীয় বলিয়া প্রকাশ করিতে পারেন, তখন কি হজরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জামানায় তাঁহার মহবুবের সত্যতা প্রতিষ্ঠায় মুজেজা ও নিদর্শন প্রদর্শন করিতে পারিতেন না ?

বস্তুতঃ, যখন কুরআন করীমের বিরুদ্ধে ইত্যাকার এতেরাজ করিয়া ইহাতে অর্থগত হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা চলিল, তখন খোদা-তালার জেনারেল ও হজরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রিয় রূহানী পুত্র দণ্ডায়মান হইলেন এবং তিনি ইস্‌লামের রক্ষা মূলক ব্যবস্থা করিলেন এবং ইহার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিলেন।

দার্শনিকগনের যে সম্প্রদায় দাঁড়াইয়াছিল এবং বলিত যে কুরআন শরীফের কোন কোন কথা যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহাদিগকে বলিলেন :

عقل خود اند هی ہے گر نیر الہام نہ ہو

যুক্তি স্বয়ং অন্ধ, যদি না ইসলামের প্রভাকর না থাকে। ইহা শুধু থিওরী নয়। বা ইহা কোন দর্শণ নয়। বরং একটা 'হকিকত' বা মূল সত্য। হযরত মসিহ্ মওউদ আলাইহিস্ সালামের ওফাতের পর তাঁহার জমাআতে আজও খলিফা, ইমাম ও আকাবের গণের শৃংখল চলিতেছে। আমরা কুরআন করীমের সত্যতা সম্বন্ধে যাহা বলি, আমরা তজ্জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করি। পৃথিবীর কোন দার্শণিক আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলুক যে, কুরআন করীমের অমুক আয়াত বা শিক্ষা যুক্তি-বিরুদ্ধ। আমরা প্রমাণ করিব যে, তাহা যুক্তি বিরুদ্ধ নয় বরং তাহার বুদ্ধিই অন্ধ, যাহা সত্যকে পাইতেছে না।

হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহিস্ সালাম ঐশী নিদর্শনাবলীর এক ধারা বাহিক শৃংখল কায়েম করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ঐ সকল নিদর্শন প্রমাণ করিতেছে যে, হজরত নবী আকৃরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জামানায়, তাঁহার যুগে যে সমস্ত নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছিল এবং যাহা কুরআন করীমে সংরক্ষিত, এবং যাহার বিস্তারিত বিবরণ হাদিস সমূহে পাওয়া যায় তাহাও গল্প, উপকথা বা অতিরঞ্জন বিশেষ নহে ; বরং তাহাও আল্লাহতালাই মানুষের উপকারার্থে নাজিল করিয়াছিলেন। তার পর, হজরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহিস্ সালামকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

সাল্লামের 'কুওতে কুদসিয়ার' দ্বারা তফসীর শিখান হইল। তফসীর করিবার সূত্র বলা হইল। তারপর: ঐ সকল সূত্র সামনে রাখিয়া এই জমাআতের সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে আল্লাহ-তালার তরফ হইতে এই তৌফিক দেওয়া হইল যে, তাঁহারা কুরআন করীমের সহীহ তফসীর করিতে পারেন। কিন্তু আজ পৃথিবীর এই দুর্ভাগ্য যে, সেই রুহানী সেনাধিনায়ক, যাঁহার উপর এই কাজ ন্যাস্ত হইয়াছিল এবং যাঁহাকে ত্রিবিধ অস্ত্রই প্রদত্ত হইয়াছিল. কুর-আর করীমকে অর্থগত হস্তক্ষেপ হইতে রক্ষার ফলে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কোন ব্যক্তির দিক্ হইতে কুরআন করীমের অর্থগত হস্তক্ষেপের অভিযোগ আনা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, এই চিন্তা করা হয় নাই যে, এই প্রকারে তাহারা আল্লাহ তালার কোন্ মহান নে'মাতের অস্বীকার করিতেছে।

আল্লাহ্তালা তাহাদিগকেও এই নে'মাত দ্বারা উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

সপ্তাহিক 'বদর' কাদিয়ান (ভারত) তাং ৭।৩।৭৪ইং হইতে অনুদিত']

অনুবাদঃ—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

"মুহাম্মদীয় নবুয়ত ব্যতিরেকে সমস্ত নবুয়াতের দুয়ার বন্ধ"

"আমি যদি হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত না হইতাম এবং তাঁহার পায়রবী (আনুগত্য) না করিতাম, অথচ পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের সমষ্টি বরাবর আমার পুণ্য কর্মের উচচতা ও ওজন হইত, তাহা হইলেও আমি কখনও খোদার সহিত বাক্যালাপ ও তাঁহার বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হইতে পারিতাম না। কেননা এখন মুহাম্মদীয় নবুয়াত ব্যতিরেকে অপর সমস্ত নবুয়াতের দুয়ার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শরীয়ত লইয়া আর কোন নবী আসিতে পারেন না। অবশ্য, শরীয়ত ব্যতিরেকে নবী হইতে পারেন। কিন্তু এইরূপ নবী শুধু তিনিই হইতে পারেন, যিনি প্রথমে রসুল করীম (সাঃ)-এর উম্মতী (অনুবর্ত্তী) হয়েন।" [তাজাল্লিয়াতে এলাহিয়া পৃঃ ২৬]

—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

পূর্ণ সাফল্যের সহিত সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

খোদাতায়ালর অশেষ ফজল, রহম ও সাহায্যে বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার ৫২তম সালানা জলসা পূর্ণ সফলতার সহিত ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এবারের জলসার তারিখ ছিল ১৪, ১৫, ১৬ই মার্চ। একটি সুশোভিত প্যাণ্ডেলের মধ্যে প্রথম তারিখ শুক্রবার বাদ জুমা' হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ সালেস হাফেজ মির্যা নাসের আহমদ (আইঃ)-এর একটি পবিত্র পয়গাম পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার আমীর মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব (সাল্লামাহু)। এই পয়গামে হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন, আহমদী সেলসেলায় দাখিল হইবার সময় আপনারা দ্বীনকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিবার এবং প্রতিষ্ঠিত রাখিবার যে ওয়াদা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ রাখিবেন। এমন কাজ করিবেন না, যাহাতে সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া যাইতে পারে। হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন: কোরান করীম সেই পূর্ণ কেতাব যাহা কেয়ামত পর্যন্ত সকল সমস্যার সমাধান দান করিবে এবং মানব সন্তানকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সঠিকভাবে পথ প্রদর্শন করিবে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী কোরআন করীমের যথার্থ তফসীরে ভরপুর। অতএব, তাঁহার লিখিত গ্রন্থাবলী বিনীত ও নিবিষ্ট চিত্ত সহকারে বার বার পাঠ করুন। হুজুর (আইঃ) এই জলসার কামিয়াবীর জন্য এবং সকল আহমদীগণের জন্য দোয়া জানান।

তিন দিন ব্যাপী এই জলসায় একটি মহিলা অধিবেশন সহ পাঁচটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি অধিবেশন কোরআন পাক তেলাওৎ এবং নযম পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়। অধিবেশন গুলিতে তালীম, তরবীয়ত ও তবলীগ সংক্রান্ত মোট ২৫টি বক্তৃতা করা হয়। এতদ্ব্যতীত, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ মরিশাস হইতে আগত তথাকার খোদ্দামুল আহমীয়ার কায়েদ জনাব আবদুর রহমান আবদুল হামিদ সাহেব 'মরিশাসে আহমদীয়াত' সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দান করেন।

প্রতিটি বক্তৃতাই সারগর্ভ এবং সময়োচিত হয়। উপস্থিত আহমদী ও গয়ের আহমদী শ্রোতামণ্ডলী তাহা একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করেন। সম্মেলনের সর্বশেষ বক্তৃতা ছিল কোরআন করীমের ফজিলত। বক্তা (মহতরম আমীর সাহেব) যখন তাঁর বক্তব্য পেশ করিতেছিলেন তখন লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, সভাস্থলে একটি অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বক্তৃতার শেষে প্রয়োজনীয় নসিহত ও নির্দেশ দানের মাধ্যমে

সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন মহতারম আমীর সাহেব (সাল্লামাহু)।

এবারে জলসায় পূর্ব দিন হইতেই লোক সমাগম শুরু হয়। শেষ দিনে পুরুষ মহিলা সহ লোক সংখ্যা তিন সহস্র অতিক্রম করিয়া যায়। আহ্‌মদী ছাড়াও গয়ের আহ্‌মদীগণকেও জলসায় খানা-পিনা করানো হয়। মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীর উদ্যোগে জলসায় একটি তথ্য বহুল আকর্ষনীয় তবলীগি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

জলসা কমিটি নানা অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াও তাঁহাদের ব্যবস্থাপনায় সকল কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছেন।

এবারের জলসার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল—জলসা উপলক্ষে এবারে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইসলামী উসুল কি ফিলসফীর' বঙ্গানুবাদের এক হিস্যা (প্রথম কিস্তি) প্রকাশিত হইয়াছে এবং বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া কর্তৃক 'ইসলামী এবাদত' শীর্ষক একটি দ্বীনিয়াত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তেমনি ভাবে সুন্দরবন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং তথাকার জামাতের উদ্যোগে একটি তবলীগী ও তরবিয়তী সচিত্র বার্ষিকীও প্রকাশিত হইয়াছে। আল্‌-হামদুলিল্লাহ।

জলসায় কয়েকটি বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৬ জন মহিলা পুরুষ বয়েত গ্রহণ করিয়া সেলসেলা ভুক্ত হন।

এবারের জলসায় ভারত হইতে হযরত সাহেবজাদা মির্জা ওয়াসীম আহমদ সাহেব (সাল্লামাহুল্লাহু তায়ালা) এবং আরও দুইজন বুজর্গ মিশনারীর আগমনের কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণে তাঁহাদের আগমন সম্ভব হয় নাই।

জলসায় প্রতিদিন বাজামাত তাহাজ্জুদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জামাতের সদর মুরুব্বীগন প্রতিদিন ফজর নামাজের পর কোরআন শরীফের দরস দান করেন। অতঃপর মজলিসে এরফানের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মোহ্‌তারম আমীর সাহেব উহাতে তরবিয়তী বিষয়ে, বিশেষত: জামাতের মধ্যে বিবাহ শাদীর সমস্যার আশু সমাধানের বিষয়ে বিশদ আলোক পাত করেন।

নফল নামাজ, দোয়া, জেকরে এলাহির মধ্যে সমবেত আহমদীগন তাহাদের সময় অতিবাহিত করেন। দেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় জলসার খবর প্রতিদিন প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় জলসা অনুষ্ঠিত

ঢাকায় অনুষ্ঠিত জলসা ছাড়াও ২১ ও ২২শে তারিখে ব্রাহ্মনবাড়ীয়াতে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় লোকজন ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, ও অন্যান্য পার্শবর্তী জামাতগুলি হইতে অনেক পুরুষ ও মহিলা এই জলসায় যোগদান করেন। ঢাকা হইতে মহতারম আমীর সাহেব এবং মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সহ অনেকেই এই জলসায় যোগদান করেন। দোয়া এবং নফল এবাদতের মধ্য দিয়া এই জলসাও কামিয়াবীর সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। আলহামদুলিল্লাহ।

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় সালানা জলসা উপলক্ষে

পাঁচশত টাকা কিংবা তদুর্ধে চাঁদাদাতাগণ (DONORS)-এর নামের তালিকা

ক্রমিক নং	চাঁদা দাতার নাম	জামাতের নাম	চাঁদার পরিমাণ	মন্তব্য
১।	ডাঃ আবদুস সামাদ খাঁন চৌধুরী	ঢাকা	টাকা ৩০০০.০০	
২।	মৌঃ হাবিবুর রহমান (ফল ব্যবসায়ী)	,,	৩০০০.০০	
৩।	,, বি, কে, মোমেন (লণ্ডন)	,,	২০০০.০০	
৪।	,, ফজলুল করিম মোল্লা	,,	১০০০.০০	
৫।	,, আবদুল করিম (পিতা ফঃ করিম মোল্লা)	,,	১০০০.০০	
৬।	,, মীর মোহাম্মদ আলী	,,	১০০০.০০	
৭।	,, সালাহ উদ্দীন আহমদ	,,	৮০০.০০	
৮।	,, বশীর আহমদ	,,	৫০০.০০	
৯।	,, আলী কাসেম খাঁন চৌধুরী	,,	৫০০.০০	
১০।	,, এ, কে, এম, ফেরদৌস	,,	৫০০.০০	
১১।	,, বি, আফজাল আহমদ খান চৌঃ	,,	৫০০.০০	
১২।	,, এ, এইচ, এম, মোমতাজ আলী	,,	৫০০.০০	
১৩।	,, আহমাদুর রহমান	,,	৫০০.০০	
১৪।	,, ফিদাউল হক	,,	৫০০.০০	
১৫।	,, আনওয়ারুল হক	,,	৫০০.০০	
১৬।	,, আনওয়ার আহমদ খান চৌধুরী	,,	৫০০.০০	
১৭।	হেলাল উদ্দীন আহমদ	নারায়ণগঞ্জ	৮০০.০০	
১৮।	,, নূরুল ইসলাম মল্লিক	,,	৫০০.০০	
১৯।	,, জালাল আহমদ চৌধুরী	,,	৫০০.০০	
২০।	,, কেরামত আলী	,,	৫০০.০০	
২১।	,, চৌধুরী আতিকুল ইসলাম	,,	৫০০.০০	
২২।	,, আবদুল করিম	,,	৫০১.০০	
২৩।	,, ভিজির আলী	তেজগাঁ	৫০০.০০	

ক্রমিক নং	চাঁদাদাতার নাম	জামাতের নাম	চাঁদার পরিমাণ	মন্তব্য
২৪।	মৌঃ মাহ্‌মুদুর রহমান	চট্টগ্রাম	টাকা ১৫০০·০০	
২৫।	" গোলাম আহমদ খাঁন	চট্টগ্রাম	১০০০·০০	
২৬।	" নূর উদ্দীন আহমদ	"	১০০০·০০	
২৭।	" বদর উদ্দীন আহমদ	"	৮০০·০০	
২৮।	" এস, এ, নিজামী	"	৫০০·০০	
২৯।	" শামসুর রহমান	সুন্দরবন, খুলনা	১০০০·০০	
৩০।	" সামাদ আলী গাজী	"	১০০০·০০	
৩১।	" রোস্তম আলী গাজী	"	১০০০·০০	
৩২।	" কাওছার আলী	"	৬০০·০০	
৩৩।	" সলিম উদ্দীন আহমদ	খুলনা শহর	৫৫০·০০	
৩৪।	" খালিদ হুজ্জাতুল ইসলাম (সাঈদ)	"	৬০০·০০	
৩৫।	" মুশতাক আহমাদ সাদেক	"	৫০০·০০	
৩৬।	" মোশাররফ হোসেন	রেকাবী বাজার	৫০০·০০	
৩৭।	" আহমদ আয়াতুর রহমান (ফারুক)	বাজিতপুর	১০০০·০০	
৩৮।	" আবদুল করিম	লণ্ডন	১০০০·০০	

মোট = ৩২,৬৫১·০০

মোট বত্রিশ হাজার ছয়শত একান্ন টাকা মাত্র।

উল্লেখিত চাঁদা দাতা গণের জন্য এবং অন্যান্য সকলের জন্য যাঁহারা অর্থ দিয়া, শ্রম দিয়া, বুদ্ধি-উপদেশ দিয়া, দোয়া ও আন্তরিকতা দিয়া জলসাকে কামিয়াব করিতে সাহায্য করিয়াছেন, বন্ধুগণ তাঁহাদের সকলের জন্য খাস ভাবে দোয়া করিবেন।

ভক্সওয়াগন গাড়ীর যন্ত্রাংশের জন্য

এন, করপোরেশন

১৬৮৪, শেখ মুজিব সড়ক

চট্টগ্রাম

ফোন—৮৩৯৩২ কেবল—"অটোস"

শোক সংবাদ

গভীর শোক ও বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাইতে হইতেছে যে, হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাঃ)-এর পুত্র এবং হযরত খলিফাতুল মসিহ আওয়াল (রাঃ)-এর দোহিত্র মহতারম সাহেবযাদা মির্যা খলিল আহমদ সাহেব ৪ঠা মার্চ ১৯৭৫ ইং তারিখে রোজ মঙ্গলবার ঠিক মগরিবের আযান হওয়া কালে এন্তেকাল করিয়াছেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। ১৯৬৯ ইং সনে তিনি প্রথম বার হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং তখন হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। মৃত্যুর আগে রোগ কঠিন আকার ধারণ করে। এই অবস্থায় তাঁহার চিকিৎসা কালে হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) বার বার আসিয়া তাঁহাকে দেখেন এবং ক্রমাগত তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খবর নিতে থাকেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর দীর্ঘজীবি সন্তানগণের মধ্যে তিনিই প্রথম পরলোকগত পুত্র।

তিনি দেশ বিভাগের পর কিছু দিন কাদিয়ানে দরবেশ হিসাবেও অবস্থান করেন এবং সেই সঙ্গে নাযের দাওয়াত ও তবলীগ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তেমনি রবওয়াতে কিছু কাল নায়েব নাযের খেদমতে দরবেশানে কাদিয়ান হিসাবেও খেদমত পালন করেন। ১৯৭১ সনে মক্কা শরীফ যেয়ারত এবং উমরাহ ব্রত পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ৫০ বৎসর। আল্লাহ্তায়ালা মহতারম সাহেবযাদা মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌসে তাঁহার নৈকট্যের উচ্চ মর্যাদায় যেন ভূষিত করেন। আমরা হযরত আকদাস (আইঃ) এবং শোক সন্তপ্ত সকল পরিবারবর্গকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। খোদাতায়ালা সকলকে এই গভীর শোক সহিবার তৌফিক দিন এবং হাফেয ও নাসের হউন। আমিন।

অতিশয় মর্মবেদনার সহিত নিম্ন লিখিত আরও কয়েকটি শোক সংবাদ জানাইতে হইতেছে:

০ নাটাই আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার প্রবীন আহ্মদী জনাব আশেকুল্লাহ সিকদার সাহেব ১৯শে মার্চ, বুধবার, বেলা ২ ঘটিকায় ঢাকায় এন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে———রাজেউন।

০ ভূতপূর্ব নায়েব আমীর, বাঃ আঃ আঃ মরহুম আবদুল হাফীজ সাহেব (রহঃ) এর স্ত্রী উম্মুল ফয়েজ মাজেদা খাতুন সাহেবা ৩রা মার্চ ১৯৭৫ইং তারিখে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় এন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে— —রাজেউন।

০ বাংলার ভূতপূর্ব আমীর, মরহুম খান সাহেব মৌঃ মোবারক আলী খান সাহেব (রহঃ)-এর প্রথমা কন্যা মিসেস সালেহা খাতুন সাহেবা ২০শে মার্চ ১৯৭৫ইং তারিখে বগুড়ায় এন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে— —রাজেউন। আল্লাহপাক মরহুমনাকে মাগফেরাত দান করুন এবং তাঁহাদের শোক সন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে সান্ত্বনা দান করুন। আমরা তাঁহাদের সকলের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ভাল মিষ্টির একমত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মিষ্টি ঘর

৫৪, কাতালগঞ্জ পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম

ফোন—৮৬৪৯৭

ইনডেন্টিং জগতে একটি লব্ধ প্রতিষ্ঠিত নাম

এস, এ, নিজামী এণ্ড কোম্পানী

১০৭৯, ধনিয়লা পড়া, ঢাকা ট্রাঙ্ক রেড, চট্টগ্রাম

ফোন ৮৬৫৩১

কেবল "নিজামকো"

আধুনিক ও উৎকৃষ্টমানের বৈদ্যুতিক তার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান।

ন্যাশনাল কেবল ইণ্ডাষ্ট্রিস

২৪, কলেজ রোড, চট্টগ্রাম

বাদশাহ ফয়সলের প্রাণনাশ

রিয়াদ, ২৫শে মার্চ—সৌদী আরবের বাদশাহ ফয়সল ইবনে আবদুল আজীজ ভ্রাতুষ্পুত্রের গুলীতে নিহত হইয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলায়হে রাজেউন)। মানসিক বিকার-গ্রস্ত বলিয়া উল্লিখিত বাদশাহর ভ্রাতুষ্পুত্র শাহজাদা ফয়সল ইবনে মুসায়েদ ইবনে আবদুল আজিজ রাজপ্রাসাদের মধ্যেই তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলীবর্ষণ করেন। মহান নবী দিবসের প্রাক্কালে বাদশাহকে সালাম করিতে যাইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে অপ্রত্যাশিতভাবে গুলী করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে রিয়াদের হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাদশাহ ফয়সলের ইন্তেকালে যুবরাজ খালেদ (৬২) ইবনে আবদুল আজিজকে বাদশাহ ঘোষণা করা হইয়াছে এবং নতুন বাদশাহ তাঁহার অপর ভাই শাহ জাহা ফাহদকে (৫৩) নূতন যুবরাজ ঘোষণা করেন। পরবর্তী খবরে প্রকাশ, গুলী করার সময় বাদশাহ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে চিনিতে পারিয়াছিলেন কিনা বলা মুশকিল। কেননা, এই ভ্রাতুষ্পুত্রটি (২৭) ৩টি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য ৮ বৎসর বিদেশে কাটান।

মহান বাদশাহ ফয়সলের অকাল ও দুঃখবহ মৃত্যুতে সমগ্র আরব জাহানে শোকের কালোছায়া নামিয়া আসিয়াছে। জর্ডন ৪০ দিন, মিশর ১৪ দিন এবং ইরান ৭ দিন পর্যন্ত শোক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবীর বহু দেশে বাদশাহের মৃত্যুতে শোক দিবস পালন করা হইয়াছে। বাংলাদেশও শোক দিবস পালন করিয়াছে। বাংলাদেশের প্রায় সকল পত্র-পত্রিকায় গভীর শোক প্রকাশ করিয়া সম্পাদকীয় লেখা হইয়াছে। দৈনিক ইত্তেফাক 'রাজর্ষি ফয়সল' শীর্ষক একটি মূল্যবান সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলিয়াছেন—

"একদা সারা মুসলিম জগতের আধ্যাত্মিক নেতৃপদ গ্রহণের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ জানানো হইয়াছিল। তাঁহার নামে ইসলামী জগৎ ব্যাপী খোৎবা পাঠের প্রস্তাবও দেওয়া হইয়াছিল। বিনয়বশতঃ তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই।" দৈনিক ইত্তেফাক আরও লিখিয়াছেন, 'ক্ষমতার প্রতি নিরাশক্ত, ভোগ বিলাস-বিমুখ বাদশাহ ফয়সল ইবনে আবদুল আজীজ আল-সৌদ রাজ্যভার গ্রহণের দশটি বছরের মধ্যে অর্থনৈতিক দেউলিয়াদশাগ্রস্ত পশ্চাদপদ সৌদী আরবকে বিশ্বের সর্বাধিক ঐশ্বর্য শালী উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পরিণত করেন।

——তাঁর সাধ ছিল, ইহুদি-কবলমুক্ত বায়তুল মোকাদ্দেসের মসজিদুল আকসায় দুই রাকাত নফল নামায আদায় করা। আততায়ীর নিষ্ঠুর হস্ত তাঁর সেই সাধ পূর্ণ হইতে দিলনা। জানিনা, সেই আততায়ী সত্যই বিকৃত মস্তিক, না শত্রু নিয়োজিত পাপিষ্ঠ ঘাতক। আল্লায় সমর্পিত প্রাণ আল্লাহ-পাকের হুজুরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। আক্ষেপ নিষিদ্ধ। শুধু প্রার্থনা, সেই মহান রাজ-তপস্বীর অন্তিম সাধ মর্দে মুমিনদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে পূর্ণ হউক এবং বায়তুল মোকাদ্দস ও মসজিদুল আকসার আশু বিমুক্তির মধ্য দিয়া তাঁর সেই পবিত্র স্বপ্ন সার্থক হউক। নাসরুম্ মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন্ ক্বারীব। ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলায়হে রাজেউন।"

(দৈনিক ইত্তেফাক,
২৭শে মার্চ, ১৯৭৫ ইং)

'সিরাতুন নবী দিবস উদযাপিত

রবিবার, ৩০শে মার্চ ১৯৭৫—অদ্য বিকালে ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ মসজিদে যথাযোগ্য শান শওকাতের সঙ্গে পবিত্র সিরাতুন নবী দিবস উদযাপন করা হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওৎ করেন জনাব কাসেম আলী খান সাহেব। এবং দুররে সমীম হইতে না'তে রসুল (সাঃ) আবৃত্তি করিয়া শোনান জনাব হাকিমুদ্দীন মস্তান সাহেব। সভায় হযরত খাতামান্নাবিয়ীন মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর পবিত্র সিরাতের বিভিন্ন দিকে আলোক পাত করিয়া জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন সর্বজনাব মৌঃ আবদুল মান্নান সাহেব, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জদীদ, মৌঃ হাকিমুদ্দীন মস্তান সাহেব, শাহ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব, মওলানা অহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী, মৌঃ গোলাম আহমদ খান সাহেব, মহতারম আলহাজ্জ ডঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব, নায়েব আমীর এবং সভাপতি মহতারম মকবুল আহমদ খান সাহেব, আমীর ঢাকা জামাত। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ করা হয়।

'মসীহ মওউদ দিবস উদযাপিত

শুক্রবার, ১৮শে মার্চ, ১৯৭৫—অদ্য বাদ জুমা ঢাকা দারুৎ তবলীগে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত মসীহ মওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। ১৮৮৯ সালের ২৩শে মার্চ তারিখে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) প্রথম বয়াত গ্রহণ করিয়া আহমদীয়া সেলসেলার ভিত্তি স্থাপন করেন। এই উপলক্ষ্যে প্রতিবছর এই দিনটিকে স্মরণ করিয়া উক্ত দিবস পালন করা হয়। জনাব আবদুল মান্নান সাহেবের কোরআন করীম তেলাওতের পর সভার কার্য শুরু করা হয়। 'দুররে সমীন' হইতে নজম পাঠ করিয়া শোনান জনাব ইস্রায়েল দেওয়ান, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জদীদ। অতঃপর, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত বয়াতের দশ শর্তের উপরে আলোক পাত করিয়া এবং সেই সঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র জীবনী, তাঁর সত্যতার প্রমান ও নিদর্শন এবং তাঁর অবদান আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন—সর্বজনাব মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব, সদর মুরুব্বী, আলী কাসেম খান চৌধুরী সাহেব, শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরুব্বী, এবং সভাপতি মহতারম বদরুদ্দীন আহমদ, এডভোকেট। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে সভার কার্য শেষ করা হয়।

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আই:) জমায়াতের সামনে দোয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল :

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ৯৮০ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করুন।

(৩) কমপক্ষেসাতবার সুরা ফাতিহা পাঠ করুন। নিক

(৪) নিম্নলিখিত দোয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিউঁ ওয়া আলি মুহাম্মাদ —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি জামবিউঁ ওয়া আতুব ইলাইহি —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন —দৈনিক কমপক্ষে ৯৯ বার

(ঘ) আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) ইয়া হাফিযু ইয়া আজিজু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহফজনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

যে, পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ")

(আইয়ামুস সুলেহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.